দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

25

নয়া শিক্ষানীতিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে

রেজানুর রহমান ॥ অচিরেই দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হইবে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিবর্তনের একাধিক সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করিয়াছে। শিক্ষনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৮টি বিষয়ের উপর ১৮টি সাব কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। ১২টি কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট ৬টি কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হইবে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর শামসুল হক। একটি সূত্র জানায়, শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক কাজ সমাধা *(২য় পৃঃ দ্রঃ)*

নয়া শিক্ষানীতিতে

(১ম পৃঃ পর)

করা হইয়াছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত আওতায় নেওয়ার সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়াছে। হাইস্কুলের আওতা হইবে ৯ম শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। অনার্স কোর্সের মেয়াদ হইবে ৪ বছর। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার পদ্ধতি এবং সিলেবাস হইবে সবার জন্য সমান। অর্থাৎ দেশের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একই সিলেবাস এবং পাঠ্য বইয়ের আওতায় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতা-মূলকভাবে পড়াশুনা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হইবে। অর্থাৎহাতে-কলমে শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হইবে বেশী। ৯ম শ্রেণী হইতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয় পছন্দ করিতে পারিবে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ অথবা অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারিবে। অনার্স শ্রেণীর মেয়াদকাল হইবে ৪ বছর। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক ও কর্মমুখী করিয়া তোলার কথা ভাবিতেছে। সাধারণ শিক্ষার চাইতে হাতে-কলমে ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি সকলকে উৎসাহ প্রদান করা হইবে। ক্লাশের পাঠসূচী আধুনিক করার ব্যাপারেও ভাবা হইতেছে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর অহেতুক বইয়ের বোঝা চাপাইয়া না দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি সুপারিশ করার কথা ভাবিতেছে। শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি প্রফেসর শামসুল হক এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করার ব্যাপারে আমরা চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছি। এই তারিখের মধ্যে চূড়ান্ত কাজ সমাধা করা সম্ভব না হইলে বড়জোর আরও ২/১ সপ্তাহ সময় নেওয়া হইবে।